জগন্নাথদেব মণ্ডল

সূর্যাস্তের কবিতা

১
বাগানে এসে দেখি, মশা ব্যাং ওরাই সব আমি পর।
মোটা মেটে আলুর লতা আঁকড়ে ধরেছে বনের ঠোঁট।
আনারসের বাড়ি ডুবে গেছে, যেমন যায় প্রতি বরষায়।

ওই তো আজানের টানে নেমে এল সন্ধ্যার নারকেল।

উবু হয়ে বসে দেখি ঝাউয়ের কাছে শামুকের বুক খুঁড়ে দিল মেয়েলি পিঁপড়ে,
গানের মতো ফুল ভোরের বাগানে,
নিজেকেই নিজে হৃদয়হারা শুয়ে থাকতে দেখে চোখে জল আসে,
যেন পুকুরের ধারে অশ্রুব্রত পরশুদিন ভোরে।

২
মালা মা লাফ দিয়ে মিশে গেলো আকাশে,
আমার খাবার নেই, ঝিনুক বাটি মনে হয় পৃথিবীতে।
বাঁকানো মনসা পোঁতা,
খিদের নাভির কাছে ভাঙা রোদ ওঠে।

গাছে গাছে ঘুড়ি শিকারি পাতায় সুতো।
দুধকচুর বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকি
চুক চুক খাই, গলা ধরে
তবু সে মেয়ে-গাছ আমায় পাতার হাতে বিলি কাটে, ঘুমু দেয়।

৩
রাতে স্বপ্ন দেখি ছুঁবলে খেয়েছে আমাকে।
ভ্যানে চড়ে চলেছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নয় মনসা থানে। তুমি ধিকি ধিকি
সাহস জাগাও আয়ুতে;
যেন ঘুম না আসে।

৪
চশমাহারা হয়ে চলেছি একলা।
কাচ গড়িয়ে গেছে গত সূর্যাস্তে ভাঙা সাইকেলে।

প্রায় অন্ধ দেখছি আমি জলের নীচে ঘড়ির দোকান
ফর্সা আঙুল আছে এক, সেখানে গভীরপাখি ডাকে, ব্রোঞ্জের।

কৈ মাছ লাফ দিল জলে, কত অজস্র ব্যাং সকরুণ জিভ বার করে আছে।

ভূতেরা ছেড়ে যায় যেমন ওকে তেমন ছেড়ে গেছে প্রেম।
হতভম্ব চোখের জল আলুথালু আকাশের নীচে শুয়ে আছে।